



আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম ইতিকাহ

ইতিকাহ অর্থ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে মসজিদে থাকা (সাধারণত রমজানের শেষ দশ দিনের সময়) এবং এটি একটি আল্লাহর ইবাদাত।

ইমাম আল জুহরী বলেছেন: মুসলমানরা কত আশ্চর্য! তারা ইতিকাহ ত্যাগ করেছে, যদিও নবী করিম (সা।) মদীনায় আসার সময় থেকে তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনও এ ইবাদতটি ত্যাগ করেননি।

ইতিকাহের ফলে মনের আভ্যন্তরে জন্ম নেয় এমন একটি আধ্যাত্মিক শক্তি যা আমাদেরকে অতিরিক্ত সামাজিকীকরণের (Socialization) প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারবে। খুব বেশি কথা বলা এবং ঘুমানোর কুফলগুলি থেকেও ইতিকাহ রক্ষা করে। কেননা যিনি ইতিকাহ করেন, সে মানুষটি তো নিজে থেকেই একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্যই কিয়ামুল-লায়ল (রাতের সালাত) করেন, নামায আদায় করেন, কুরআন পড়েন, জিকির করেন, আল্লাহর দরবারে দুআ করেন। নিঃসন্দেহে, সে ব্যক্তির এই প্রচেষ্টা তাকে অত্যধিক সামাজিকীকরণ (Socialization), কথা বলা এবং ঘুমানো থেকে মুক্ত করে তার হৃদয়কে আল্লাহর দিকে ফেরাতে সাহায্য করবে।

ইমাম ইবনে কাইয়িম আল জাজ্জিয়াহ বলেছেন: "এটি তাকে মানুষের পরিবর্তে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে নিয়ে যাবে, যা তাকে কবরে একাকীত্বের দিনগুলিতে একাকী শান্তিতে থাকার জন্য প্রস্তুত করবে- যখন সান্ত্বনা দেওয়ার মতো আর কেউ থাকবে না, যেদিন আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তাকে সান্ত্বনা দিতে পারবেনা। এটিই ইতিকাহের সব চেয়ে বড় উদ্দেশ্য – বড় অর্জন।"

সালমান আল-ওয়াদাহ বলেছেন: "যখন আমরা ইতিকাহ পালন করি, তখন তা করার পিছনে আরো একটি উদ্দেশ্য হল এই যে নিজস্ব দায়বদ্ধতা (Responsibility) সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা ফিরিয়ে আনতে পারি। এর কারণ হল ইতিকাহ আমাদের সমাজ এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের বাইরের চাপ থেকে মুক্ত করে, এগুলো এমন সব চাপ যা সাধারণত আমাদের চিন্তাভাবনার উপর ভারী বোঝা হয়ে দাড়াই। মসজিদে ইতিকাহের পর আমরা আবার এক পৃথক মুসলমান হিসাবে আমাদের স্বাস্থ্য এবং মানসিক অবস্থানে ফিরে আসতে পারি।"

দ্রষ্টব্য: মহিলারা ঘরে বসে ইতিকাহও পালন করতে পারেন। এটি ছিল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের নিয়মিত অনুশীলন। এখানে আরও দ্রষ্টব্য যে মহিলারা ঘরে বসে ইতিকাহ করার বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। [Islam QA](#) বলেছে যে মহিলাদের ঘরে বসে ইতিকাহ করার অনুমতি নেই, তবে অন্যরা মনে করেন যে এখানে এবং এখানে উল্লিখিত হিসাবে ঘরে বসে মহিলাদের ক্ষেত্রে এটি করা যেতে পারে। আল্লাহ ভাল জানেন।